প্রথম আলো

তারিখ AUG. 04 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় হাজার শিক্ষার্থী সেশনজটের আতঙ্কে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

শিক্ষকদের দফায় দফায় আন্দোলনের কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এতে নয় হাজার শিক্ষার্থী সেশনজটের আতঙ্কে রয়েছেন। এরই মধ্যে কয়েকটি ব্যাচ সেশনজটের কবলে পড়েছে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকেরা দাবি আদায়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করছেন। নতুন উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে তারা গত ১৫ দিন ধরে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি পালন করছেন।

সকল রাজনৈতিক দল-সমর্থক শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত শিক্ষক সমিতি গত ১৯ জুলাই থেকে উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বেশ কিছু বিভাগের চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা এবং মাস্টার্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে।

ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেন, তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা না হওয়ার কারণে তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না। এরই মধ্যে ১৯৯৮-১৯৯৯ ব্যাচের বিভিন্ন বিভাগে দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজট দেখা দিয়েছে। একইভাবে ১৯৯৯-২০০০ ব্যাচের এক থেকে দেড় বছর ও ২০০০-২০০১ ব্যাচের ছয় মাস থেকে এক বছর করে সেশনজট দেখা দিয়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা জানান, দেড় মাস ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলছে। সম্প্রতি আন্দোলন শুরু হয় গত ১৯ মে থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩টি শূন্য পদের বিপরীতে ৮৮ জনের নিয়োগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে ১৯ মে থেকে ১১ জুন ২৩ দিন ক্যাম্পাস অচল থাকে। এ নিয়োগকে কেন্দ্র করে উপাচার্য অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলামের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে তার অপসারণের দাবিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও প্রগতিশীল শাপলা ফোরামের শিক্ষকেরা গত ২৪ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করেন। গত ১০ জুলাই থেকে চলছে নতুন উপাচার্য নিয়োগের আন্দোলন।

এর আগে ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমানের পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষকেরা আন্দোলন করেন। ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত শিক্ষকেরা লাগাতার কর্মবিরতি ঘোষণা করেন। ওই বছর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাস উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে শিক্ষকেরা আন্দোলন চালিয়ে যান।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক গত ১৯ জুলাই আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার সময় সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদের এ ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু ভুক্তভোগী ছাত্ররা তার এ আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আনোয়ারুল করীম বলেন, ছাত্রদের জিম্মী করে শিক্ষকদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের এ কর্মসূচি অনৈতিক। তিনি শিক্ষকদের এ ধরনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানান।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক বলেন, নতুন উপাচার্য নিয়োগ দিলে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে। সাধারণ সম্পাদক ড. শহীদ মো. রেজওয়ানও একই মন্তব্য করেন।

এবার শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

অবিলম্বে ক্লাস ও পরীক্ষা চালুর দাবিতে অবশেষে আন্দোলনে নেমেছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। তারা এ দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বাস চলাচল বন্ধ করে দেন।

গত ১৯ জুলাই থেকে নতুন একজন পূর্ণ উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে শিক্ষক সমিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য লাগাতার ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এতে গত ১৫ দিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা চরম অনিশ্চয়তায় পড়েন। অবশেষে গতকাল তারা ক্লাস ও পরীক্ষা চালুর দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। বেলা সাড়ে ১১টায় ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আনোয়ারুল করীম বলেন, 'আমি গতকাল শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হককে তাদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছি।'